हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

HINDUSTAN COPPER LIMITED

CIN No. : L27201WB1967GOI028825

भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE

पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय
Registered & Head Office

ताम्र भवन TAMRA BHAVAN
1, आशुतोष चौधरी एवेन्यू
1, Ashutosh Chowdhury Avenue,
पो०बॉ०सं० P.B. NO. 10224
कोलकाता KOLKATA - 700 019

No. HCL/SCY/SE/2025

Date: 28th May, 2025

The Sr. General Manager
Dept. of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
BSE Scrip Code: 513599

The Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra(East)
Mumbai 400 051
NSE Symbol: HINDCOPPER

Sir / Madam,

Sub: Newspaper clipping of the Audited Financial Results of Hindustan Copper Ltd for the quarter and year ended 31st March, 2025.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the newspaper clippings of the Audited Financial Results of Hindustan Copper Ltd for the quarter and year ended 31st March, 2025 published in the “Financial Express" (English newspaper) and “Bartaman” (Bengali newspaper) on 28th May, 2025. The above is submitted for you information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

MRITUNJAY KUMAR DEV
Digitally signed by MRITUNJAY KUMAR DEV
Date: 2025.05.28 15:24:53 +05'30'

(Mritunjay Kumar Dev)
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As stated

EQUITY INFLOWS RISE 13% TO $50 BILLION

India's FDI inflows in FY25 jump 14% to cross $81 bn

- DPIIT statement amid concern over 96% fall in inflows

FE BUREAU
New Delhi, May 27

INDIA RECEIVED RECORD gross Foreign Direct Investment (FDI) inflows of $81.04 billion in FY25, marking a 14% increase, the government said on Monday, citing provisional data. FDI equity inflows crossed $50 billion during the year, rising 13% year-on-year, driven by strong performance in the services sector. However, in the fourth quarter of the financial year, gross FDI fell 24.5% to $9.34 billion.

The statement follows the RBI's May Bulletin, revealing that the country's net FDI inflows plunged by 96% in FY25 to just $353 million from $10.1 billion in FY24. Net FDI is the difference between gross inflows and the sum of repatriation and outward FDI.

The drop in net FDI was caused by a rise in repatriation of profits by foreign companies in India and a jump in outward investments by Indian companies. According to the RBI, repatriation and disinvestment rose to $51.5 billion in FY25, the highest in a decade. Simultaneously, Indian companies invested $29.2 billion abroad, a 75% surge on the year.

The central bank bulletin described this a "sign of a mature market" which allows foreign investors to enter and exit smoothly. However, among political circles, this created furore, with the opposition parties calling it a failure of the country to attract investments and even Indian companies preferring to relocate.

According to a release by the department for promotion of industry and internal trade (DPIIT), gross FDI in the services sector in FY25 grew 40.7% on year to $ 9.34 billion. FDI in non-conventional energy saw growth of 6.5% to $ 4.01 billion.

The services sector for the purpose of calculating FDI equity inflows includes financial, banking, insurance, outsourcing, research and development, courier, technology testing and and analysis.

"India is also becoming a hub for manufacturing FDI, which grew by 18% in FY25, reaching $ 19.04 billion compared to $16.12 billion in FY24," the DPIIT claimed.

In absolute terms, the computer software and hardware sector is the second biggest recipient of FDI in 2024-25, but it saw a decline of 2% to $ 7.81 billion.

In the telecom sector, the FDI grew 164.5% on year in the last fiscal to $ 746 million. In trading, the growth was 8.0% to $ 4.17 billion. The infrastructure construction sector saw FDI inflows contracting by 46% to $ 2.24 billion. In the development of townships and housing, the foreign equity flows increased 135% to $ 529 million.

MONEY MATTERS

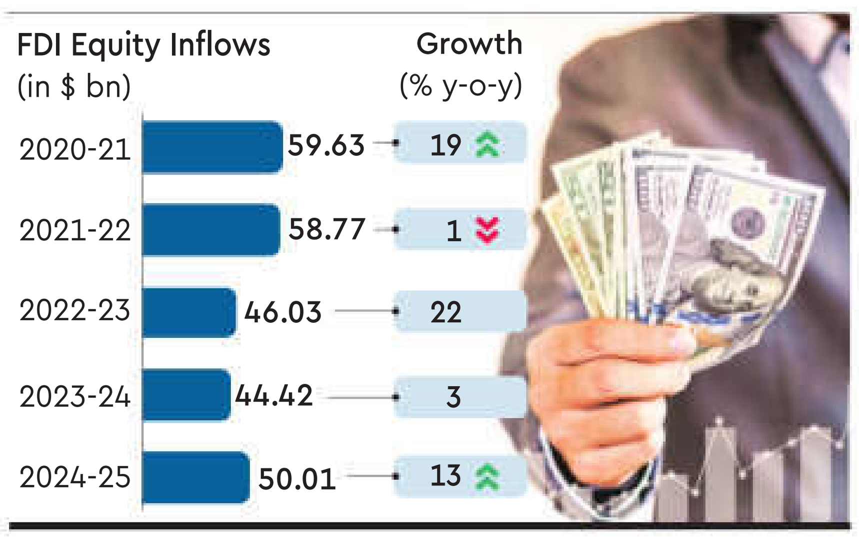

ITR filing due date for this year extended to Sept 15

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 27

THE INCOME TAX department on Tuesday extended the due date for filing ITRs for assessment year (AY) 2025-26 by individuals and entities who do not have to get their accounts audited to September 15.

The extension from the current deadline of July 31, was on account of "structural and content revisions" in the income tax return (ITR) forms, which was notified in late April and early May. The changes made in the ITR form for AY2025-26 also need modifications to be made in return filing utilities and the back-end system.

"To facilitate a smooth and convenient filing experience for taxpayers, it has been decided that the due date for filing ITR, originally due on July 31, is extended to September 15", the CBDT said.

The extension applies to individuals, HUFs and entities who do not need to get their accounts audited. They can now file their tax return for income earned in the 2024-25 (April-March) fiscal by September 15.

In a statement, the Central Board of Direct Taxes said the extension was necessitated to prepare Income Tax systems to incorporate changes in ITR forms and roll out the utilities.

The notified ITRs for AY2025-26 have "undergone structural and content revisions" aimed at simplifying compliance, enhancing transparency and enabling accurate reporting.

PSU employees to lose pension on dismissal

THE DISMISSAL OR removal of an employee of a public sector undertaking (PSU) will lead to forfeiture of the retirement benefits, the Centre has said.

However, the decision of such dismissal or removal shall be subject to review by the administrative ministry concerned, it said. The personnel ministry has effected key changes in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in this regard.

PTI

১১ জুনের মধ্যে তিনটি রুফটপ কাফেকে লিখিত বক্তব্য জানাতে বলল পুর-কমিটি

‘ভুল থাকলে শুধরে নেব, সহযোগিতা করব’, শুনানিতে জানালেন মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: শহরের তিন রুফটপ রেস্তরাঁর কর্তৃপক্ষকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত নথি সহ তাঁদের লিখিত বক্তব্য জানাতে বলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ মতোই সোমবার তিন রুফটপ কাফের মালিককে কলকাতা পুরসভায় শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। সেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই আইনজীবী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা শুনানি (হিয়ারিং) কমিটির কাছে নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। কমিটি তাঁদের আগামী ১১ জুনের মধ্যে সবটা লিখিত আকারে নথি সহ জমা করতে বলেছে। পাশাপাশি, এদিনের শুনানিতে সর্বভারতীয় রেস্তরাঁ সংগঠনের তরফেও একজন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য লিখিতভাবে ওই দিনের মধ্যেই জানাতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, রুফটপ রেস্তরাঁ নিয়ে হিয়ারিং করতে পুরসভার অতিরিক্ত কমিশনারের নেতৃত্বে নয় সদস্যের একটি কমিটি গড়েছেন পুর কমিশনার। এদিনের বৈঠকে আবগারি দপ্তরের তরফে একজন সিনিয়র যুগ্ম কমিশনার, দমকলের তরফে একজন ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার ও লালবাজারের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। পুরসভার তরফে সেখানে বিল্ডিং বিভাগের ডিজি, সম্পত্তি কর মূল্যায়ন ও রাজস্ব আদায় বিভাগের চিফ ম্যানেজার ও লাইসেন্স বিভাগের চিফ ম্যানেজারও ছিলেন। এদিন শুনানিতে বরো ৭, ৮ ও ১০ নম্বর এলাকার তিনটি রুফটপ রেস্তোরাঁ ও পানশালার মালিকরা উপস্থিত ছিলেন। এক পুরকর্তা বলেন, হাইকোর্ট পুরসভার হাতেই সবটা ছেড়েছে। তাই এদিনের হিয়ারিংয়ে আমরা ওঁদের নানা বক্তব্য শুনেছি। সবটাই লিখিত দিতে বলা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স থেকে আবগারি সংক্রান্ত কাগজ, দমকলের অনুমতিপত্র সহ যাবতীয় নথি জমা করতে হবে। তারপর সেসব নথি সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সবটা খতিয়ে দেখার পরেই কমিটি পুরসভার শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা করবে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

জানা গিয়েছে, রেস্তরাঁগুলি পুরসভার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। কমিটির এক সদস্য বলেন, এখানে বহু মানুষের রুটিরুজি জড়িত। তাই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে এই বিষয়ে ফয়সলা করা যায়, সেই অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। ছাদে রেস্তরাঁ করা যায় না কিংবা এই সংক্রান্ত আইনি বাধা রয়েছে, সেই সম্পর্কে কোনও ধারণাই তাঁদের ছিল না বলে দাবি করেছেন। শুধু রেজিস্ট্রি ছাড়াও যে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন, সেটাও তাঁরা জানতেন না। রেস্তরাঁগুলি প্রয়োজনে

ঘুরে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে পরিদর্শনের পর কোথাও কোনও খামতি থাকলে, কোনও অংশে ভেঙে কিছু ঠিকঠাক করতে হলেও তাঁরা রাজি।

স্ত্রীকে খুনের মামলায় প্রমাণের অভাবে খালাস স্বামী সহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এক যুগ আগে বজবজে পণের দাবিতে মারধর করা হয় গৃহবধূকে। তার জেরেই নাকি আত্মঘাতী হয়েছিলেন তিনি। সেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলায় অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি আদালতে। সেকারণেই ওই মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেলেন জামিনে থাকা অভিযুক্ত স্বামী সহ তিনজন। সম্প্রতি আলিপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক বিদ্যুৎকুমার রায় এই রায় দিয়েছেন। আদালতের মন্তব্য, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁদের মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। সরকারি কৌঁসুলি মামলার রায় নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য, শেষ পর্যন্ত আদালত থেকে ন্যায়বিচার মেলায় ভালো লাগছে। আমাদের মক্কেলদের যে মিথ্যা মামলায় ফআঁসানো হয়েছিল, তা কোর্টের রায়েই প্রমাণিত।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ থানা এলাকায় এক গৃহবধূ তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃতার বাড়ির লোকজনের অভিযোগ ছিল, পণের দাবিতে তাঁদের মেয়েকে মারধর করায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য মৃতদেহের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই মর্মে বজবজ থানায় অভিযোগ জানানো হয়। মামলা দায়ের হয় মৃতার স্বামী সহ চারজনের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় পুলিস তদন্ত শেষ করে আলিপুর আদালতে চার্জশিট পেশ করে। মামলাটি বিচারের জন্য যায় আলিপুর জেলা আদালতে। বিচার চলাকালীন মারা যান মৃতার শাশুড়ি। আদালতে সাক্ষ্য দেন ১৪ জন। বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেন দু’জন। দীর্ঘ শুনানি শেষে সম্প্রতি স্বামী সহ তিনজনকে ওই মামলা থেকে অব্যাহতি দেন বিচারক।

রাজারহাটে লরিতে পিষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিধাননগর: রাজারহাটের শিখরপুর এলাকায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ার। পুলিস জানিয়েছে, মৃতার নাম অনিতা নাগ (৫৫)। তাঁর বাড়ি লেকটাউন থানা এলাকায়। সোমবার দুপুরে পোলেরহাট-শ্যামবাজার রুটের একটি বাস থেকে তিনি শিখরপুর বাসস্ট্যান্ডে নামেন। সেখান থেকে হেঁটে একটি অটো স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্টোনচিপস বোঝাই একটি ওভারলোড লরি দ্রুত গতিতে আসছিল। তিনি ভয় পেয়ে গিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হতে গিয়ে পড়ে যান। স্থানীয়রা হাত তুলে লরিটিকে থামতে বললেও লরিটি না দাঁড়িয়ে তাঁর কোমর ও ডান পায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যে সেনাকে অভিনন্দন জানিয়ে কংগ্রেসের মিছিল। সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটের কাছে তোলা নিজস্ব চিত্র।

বায়ো প্লাস্টিক বিলি দক্ষিণ দমদম পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে (২৫ মে) দক্ষিণ দমদম পুরসভার উদ্যোগে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়। ওইদিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল অজিতেশ মঞ্চে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার সিআইসি সদস্য ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুনমুন চট্টোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিরা। ওইদিন এলাকার বিভিন্ন বাজারের ব্যবসায়ীদের প্লাস্টিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং তার বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব উপায় তুলে ধরা হয়। প্রত্যেককে ব্যবসায়ীকে বায়ো প্লাস্টিকের ব্যাগ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডঃ স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী বলেন, আগামী দিনে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ, বায়ো-প্লাস্টিক মাটিতে মিশে যেতে পারে। এটি ক্ষতিকারক নয়। অনুষ্ঠানে দর্শকদের সামনে প্লাস্টিক দূষণের কুফল তুলে ধরে একটি সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টরি ফিল্ম দেখানো হয়। বায়ো-প্লাস্টিক কীভাবে আগামী দিনে পরিবেশ রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে, তা বোঝানো হয়।

বাণিজ্যিক স্থান ব্যবহারের লাইসেন্স নিচ্ছে না বহু সংস্থা, নজরদারির সিদ্ধান্ত পুরসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বরানগর: রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় ট্রেড লাইসেন্স অনলাইনের মাধ্যমে মেলে। তবে পুর আইন অনুযায়ী, ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার পরও ব্যবসার জায়গাটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে বা নন রেসিডেন্সিয়াল হিসেবে ব্যবহারের জন্য পুরসভা থেকে লাইসেন্স নেওয়ার নিয়ম। তার জন্য স্কোয়ার ফুট অনুযায়ী ফিজ দিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণ দমদমের বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এই লাইসেন্স ছাড়াই ব্যবসা চালাচ্ছে। এর ফলে বিপুল আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পুরসভা। এবার এই খাতে আয় বাড়াতে পুরসভা পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৩৫টি ওয়ার্ডকে তিন ভাগে ভাগ করে তিন জন কালেক্টরকে দেওয়া হয়েছে দায়িত্ব। পুর আধিকারিকদের দাবি, এই খাতে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা আয় হতে পারে।

দক্ষিণ দমদম

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পুরসভায় চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল (সিআইসি) বৈঠকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান কস্তুরী চৌধুরী নোট দিয়ে বলেছেন, ‘পুর আইনের আন্ডার সেকশন ১১৮-এর অন্তর্গত ট্রেড লাইসেন্স অনলাইন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই আইনেরই আন্ডার সেকশন ২০১ অনলাইন হয়নি। বহু ব্যবসায়ী ২০১-এর অর্ন্তগত। অথচ এই সেকশনের মধ্যে থাকা ব্যবসায়ীরা পুরসভা থেকে লাইসেন্স করাচ্ছেন না। ফলে আয় কম হচ্ছে।’ পুরসভার আধিকারিকরা বলছেন, অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স করানোর পরও আইন অনুযায়ী পুরসভা থেকে আরও একটি লাইসেন্স নিতে হয়। কোনও জায়গা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার বা নন রেসিডেন্সিয়াল করতে ছাড়পত্র লাগে। সেটাই আন্ডার সেকশন ২০১। বড় অংশের ব্যবসায়ী তা নিচ্ছেন না।

সে কারণে সিআইসি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়, শহরের ওয়ার্ডগুলির জন্য কালেক্টরদের দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি দু’জন করে কালেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্টও দেওয়া হবে। সেখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়, ২০১ সেকশনের মধ্যে কোনও ধরণের ব্যবসা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য কত ভাড়া রয়েছে। ১০০ স্কোয়ার ফুট পর্যন্ত সমস্ত ধরণের দোকান, স্টল ও স্পা ছাড়া সেলুনের বাৎসরিক লাইসেন্স ফিজ ৫০০ টাকা। ১০১ থেকে ৫০০ স্কোয়ার ফুট ৭০০, ৫০১ থেকে হাজার স্কোয়ার ফুট এক হাজার টাকা, ১০০১ থেকে দেড় হাজারের ভাড়া দু’হাজার টাকা। তার উপরে থাকা সমস্ত মাপের জন্য বাৎসরিক লাইসেন্স ফিজ তিন হাজার টাকা। এই তালিকায় পানশালা, রেস্তরাঁ, স্পা সহ সেলুন, গেস্ট হাউস, হোটেল, মদের দোকান, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্যাথলজি সেন্টার, নার্সিংহোম, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, ব্যাঙ্ক, পেট্রল পাম্প সহ নানান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের ছড়াছড়ি। ফলে এই খাতে পুরসভার বিপুল লক্ষ্মীলাভের সম্ভাবনা।

ফের হুমকি মেইল স্বাস্থ্যভবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ফের হুমকি ই-মেইল এল স্বাস্থ্যভবনে। সোমবারের মতো মঙ্গলবারও অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তার (প্রশাসন) ই-মেইল অ্যাকাউন্টে আসে হুমকি মেইল। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেই বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়। এর জন্য এদিন বিকেল ৫টার মধ্যে দপ্তর খালি করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিস-কুকুর নিয়ে ডগ স্কোয়াডের কর্মীরা স্বাস্থ্যভবন আসেন। পুলিস জানিয়েছে, ভুয়ো মেইল। তদন্ত চলছে।

বিধাননগর পুরসভার অন্তর্গত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কেষ্টপুর-বাগুইআটি খালপাড় বরাবর ব্যস্ততম রাস্তাটির অবস্থা গত ১৫ দিন ধরে বিপজ্জনক। যাতায়াত করতে পারছেন না স্থানীয় মানুষ। সমস্যা সমাধানের জন্য বাসিন্দারা এলাকার কাউন্সিলারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।-নিজস্ব চিত্র

পরকীয়ার জের, ‘কাঁটা’ সরাতে বধূর স্বামীকে গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই খুনের চেষ্টা। পথের ‘কাঁটা’ সরাতে গৃহবধূর স্বামীকে ফাঁকা রাস্তায় গুলি চালাল এক যুবক। এই ঘটনাকে ঘিরে মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ উত্তেজনা ছড়ায় আমডাঙা থানার তারাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউতারা এলাকায়। গুলিবিদ্ধ যুবক মশিয়ার রহমান মণ্ডলকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্ত যুবক আরিফুল মণ্ডলকে রাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিস। আটক করা হয়েছে ওই গৃহবধূকেও। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মশিয়ারের স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্ক আরিফুলের। এ নিয়ে অশান্তি লেগেই ছিল পরিবারে। অভিযোগ, বারে বারে গৃহবধূকে বিরক্ত করত আরিফুল। এ নিয়ে বধূর পরিবারের তরফে থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল। এ নিয়ে চাপা ক্ষোভ ছিল এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আরিফুল তারাবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ওমর আলির ছেলে। এর মধ্যে মঙ্গলবার রাতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন মশিয়ার। সেই সময় রাউতারার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফাঁকা রাস্তায় তাঁকে লক্ষ্য করে আরিফুল গুলি চালায় বলেই দাবি পরিবারের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মশিয়ারকে প্রথমে আমডাঙা হাসপাতাল ও পরে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর ডান কানের নীচে গুলি লেগেছে।

আমডাঙা

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গুলি ভিতরেই আটকে রয়েছে। গৃহবধূর পরিবারের সদস্য ফারুক মণ্ডল বলেন, আমার বোনকে দীর্ঘদিন ধরেই বিরক্ত করত আরিফুল। এমনকী, প্রেমের সম্পর্ক থেকে তাঁর উপর অত্যাচারও করত সে। আমরা একাধিকবার এ নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছিলাম। এদিন রাতে আমার জামাইবাবুকে লক্ষ্য করে গুলি করে অভিযুক্ত। আমরা দোষীর কঠোর শাস্তি চাই। এ নিয়ে বারাসত পুলিস জেলার এক কর্তা বলেন, এলাকায় বিশাল পুলিস বাহিনী যায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে গুলি চলার পিছনে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে বলেই অনুমান করা হচ্ছে।

মারধরের পর পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে ফেলা হয়েছিল ভেড়ির জলে

রাজারহাট খুন কাণ্ডের প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিধাননগর: প্রথমে বেধড়ক মারধর। তারপর পিঠমোড়া করে হাত বেঁধে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ভেড়ির জলে! নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে রাজারহাটের তরুণকে! প্রাথমিক তদন্তের পর এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছে পুলিস। কিন্তু, কে বা কারা খুন করল, কেন খুন করল, তা স্পষ্ট নয়। খুনে একাধিক লোকজন যুক্ত রয়েছে বলেই অনুমান। ঘটনার দিন মৃত তরুণ কাকভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতেই ফেলে যান নিজের ফোনটি। পরিবারের পক্ষ থেকে ফোনটি পুলিসকে দেওয়া হয়েছে। কললিস্ট সহ বিভিন্ন তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়।

সোমবার বিকেলে রাজারহাটের মোবারকপুর এলাকার একটি ভেড়ি থেকে তৌহিদ রহমান সাঁপুই (২০) এর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওইদিন রাতেই পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। পরিবারের দাবি, তৌহিদের গলাতেও ফাঁসের দাগ রয়েছে। পুলিসের দাবি, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, তাঁকে মারধর করে হাত বেঁধে জলে ফেলে খুন করা হয়েছে। শরীরে মারধরের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। তবে, ময়নাতদন্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট হাতে এলে সমস্ত বিষয় কিনারা হবে।

সোমবার ভোর ৪টে ৩০ মিনিট নাগাদ তৌহিদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগের দিন রাতে শোয়ার সময় তিনি চাবি নিয়ে শুয়েছিলেন। নিজেই ভোরে দরজার তালা খুলে বেরিয়ে যান। ফোনটি ফেলে যান বাড়িতেই। সকাল হয়ে যাওয়ার পরেও বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। বিকেলের পর মোবারকপুর থেকে লাঙলপোতা যাওয়ার পথে একটি ভেড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যদিকে, সোমবার রাতে নিউটাউনে ইকোপার্ক থানার হাতিয়াড়া এলাকায় বাড়ির ভিতর থেকে সুমনা সাউ নামে এক বধূর গলাকাটা দেহ উদ্ধার করেছিল পুলিস। তবে, ওই খুনের ঘটনার এখনও কিনারা হয়নি। ওইদিন রাতেই ইকোপার্ক থানায় এফআইআর দায়ের হয়েছে। বধূর এক আত্মীয় খুন করেছে বলেই দাবি করা হয়েছে। ওই আত্মীয় পলাতক। এফআইআরে আত্মীয়ের নামও লিখে দেওয়া হয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আত্মীয়ের খোঁজ চলছে। তবে, কী কারণে এই খুন, তা স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে।